AKASHVANI (AIR)
RNU : KOLKATA
Bengali Text Bulletin

Date 15-08-2025 **Time: 7.50 P.M.**

বিশেষ বিশেষ খবরঃ-

১) সারা দেশে আজ যথাযোগ্য মর্যাদায় ৭৯ তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নতুন দিল্লির লালকেল্লায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে দেশবাসীর উদ্দেশে বলেছেন, স্বাধীনতার মহাপর্ব সংকল্পের মহা উৎসব।

ভারত কোনোরকম পারমাণবিক হুমকি সহ্য করবেনা বলে স্পষ্ট জানিয়েছেন তিনি।

২) শত্রুদের মোকাবিলা ও শক্তিশালী অস্ত্র ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য মিশন সুদর্শন চক্র চালু, দেশের যুব সম্প্রদায়ের জন্য এক লক্ষ কোটি টাকা ব্যয়ে বিকশিত ভারত রোজগার যোজনা এবং সবথেকে পিছিয়ে পড়া একশোটি কৃষি জেলার জন্য পিএম ধনধান্য কৃষি যোজনার কথাও আজ ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

৩) পশ্চিমবঙ্গে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস, ব্যারাকপুর গান্ধীঘাটে গান্ধী স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। রাজভবনে চা চক্রে আপ্যায়িত করেন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের। রাজ্যস্তরের মূল অনুষ্ঠানে রেডরোডে পতাকা উত্তোলন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী।

৪) পূর্ব বর্ধমানের ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে এক বাস দুর্ঘটনায় দুই মহিলা সহ ১০ যাত্রীর মৃত্যু। আহত ৩৫।

৫) ২০১৬-র SLST-র চাকরীহারা শিক্ষক সুবল সোরেনের মৃত্যুকে ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপান উতর।

সারা দেশে আজ যথাযোগ্য মর্য়াদায় ৭৯ তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নতুন দিল্লির লালকেল্লায় ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। পরে লালকেল্লার প্রাকার থেকে দেশবাসীর উদ্দেশে ভাষণে তিনি বলেন, স্বাধীনতার মহাপর্ব আসলে সংকল্পের এক মহা উৎসব। দেশের সংবিধান প্রণেতারা ভারতকে শক্তিশালী গণতন্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পাহাড় থেকে মরুভূমি সর্বত্র আজ মাতৃভূমির জয়গান শোনা যাচ্ছে।

ভারতীয় সংবিধান রক্ষায় আত্মবলিদান দেওয়া ডক্টর **শ্যামাপ্রসাদ** মুখার্জীর কথাও প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন।

‘অপারেশন সিন্দুরে’র বীর সৈনিকদের শৌর্য্যের প্রতি কুর্নিশ জানিয়ে শ্রী মোদী বলেন, এই অভিযানে দেশের স্বার্থে যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সেনাবাহিনীকে পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। জঙ্গিরা যেভাবে বেছে বেছে পরিবারের সামনে পর্যটকদের হত্যা করেছিল, তার জবাবে ভারতীয় সামরিক বাহিনী পাকিস্তানের জঙ্গিঘাঁটিগুলি গুড়িয়ে দিয়েছে। এই অপারেশনে **দেশীয় প্রযুক্তি** অন্যতম ভূমিকা গ্রহণ করেছে বলেও তিনি জানান।

বাইট মেড ইন ইন্ডিয়া

প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট জানান, ভারত কোনোরকম পারমাণবিক হুমকি সহ্য করবে না। শত্রুদের যেকোন রকম হুমকি, কড়া হাতে প্রতিহত করতে, শক্তিশালী অস্ত্র ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য ‘মিশন সুদর্শন চক্র’ চালু করা হবে। আগামী ১০ বছরে ২০৩৫ সালের মধ্যে দেশের জাতীয় নিরাপত্তা বর্ম আরো দৃঢ়, আধুনিক এবং বিস্তৃত হয়ে উঠবে বলে তিনি জানান।

দেশের সীমান্ত এলাকায় **অনুপ্রবেশ** ও অবৈধ অভিবাসনের ফলে **জনবিন্যাস** পালটে যাওয়ার বিপদের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন জনবিন্যাস মিশন চালু করার কথা জানান।

বাইট ডেমোগ্রাফি

অনুষ্ঠানে শ্রী মোদী, দেশের যুব সম্প্রদায়ের জন্য এক লক্ষ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রধানমন্ত্রী বিকশিত ভারত রোজগার যোজনার কথা ঘোষণা করেন। এর অধীনে বেসরকারি ক্ষেত্রে নবনিযুক্ত তরুণদের এক মাসের EPF মজুরী ভাতা বাবদ সরকার ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থ সাহায্য দেবে। ৬'মাস অন্তর দুটি কিস্তিতে এই টাকা দেওয়া হবে। এছাড়াও নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য প্রত্যেক নতুন কর্মপ্রার্থীকে প্রতি মাসে তিন হাজার টাকা করেও দেওয়ার সংস্থান রয়েছে। নির্মাণ ক্ষেত্রের জন্য এই ভাতা তৃতীয় এবং চতুর্থ বছর পর্যন্ত দেওয়া হবে। এর ফলে কমপক্ষে সাড়ে তিন কোটি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করতে, দেশের সব থেকে পিছিয়ে পড়া ১০০ টি কৃষি জেলার জন্য আজ 'PM ধন্য ধান্য কৃষি যোজনা'-র কথা ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে দেশের কৃষকদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি বলেন, এরাই দেশের মেরুদন্ড। কৃষকদের জন্যই আজ ভারত পরনির্ভরশীলতা কাটিয়ে আত্মনির্ভরশীল হয়েছে।

বাইট ধনধান্য

ভারতের কৃষি ব্যবস্থা কেমন হবে, তার ভবিষ্যত রূপরেখা দিয়ে শ্রী মোদী বলেন, দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি, কৃষিজীবি, পশুপালক এবং মৎসজীবীদের সরাসরি সাহায্য করছে। বর্তমানে দুধ, ডাল এবং পাট উৎপাদনে গোটা বিশ্বে ভারত প্রথম স্থানে রয়েছে। চাল, গম, তুলো, ফলমূল ও শাক সবজি উৎপাদনে ভারতের স্থান দ্বিতীয়। ভারত চার লক্ষ কোটি টাকার কৃষিপণ্য রপ্তানি করেছে।

নারীশক্তির ভূমিকার প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশ গঠনে মহিলাদের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্টার্টাপ থেকে শুরু করে মহাকাশ সব ক্ষেত্রেই নারীরা তাদের দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। ২'কোটি মহিলা 'লাখপতি দিদি'তে পরিণত হয়েছেন।

মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির প্রশংসা করে শ্রী মোদী বলেন, সরকারের সহযোগিতায় আজ ওই গোষ্ঠীগুলি অন্য দেশেও তাদের উৎপাদিত সামগ্রী রফতানি করছে।

দেশের স্বাধীনতা অর্জনে বহু মানুষ আত্মবলিদান দিয়েছে। সমৃদ্ধ ভারতের লক্ষ্যমাত্রা পুরণে রাজনৈতিক দলাদলি ভুলে **ভোকাল ফর লোকাল** মন্ত্রকে সামনে রেখে কাজ চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

৭৯-তম স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লার প্রাকার থেকে জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া প্রধানমন্ত্রীর ভাষনের বাংলা অনুবাদ প্রচারিত হবে রাত সাড়ে ৯'টায়।এর প্রেক্ষিতে রাত ১০ টার খবর আজ বাতিল থাকছে।
অন্যদিকে, স্বাধীনতা দিবসে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস রাজ্যবাসীর উদ্দেশে ভাষণ দেবেন। এর প্রেক্ষিতে FM রেনবোয় রাত ৮'টার হেডলাইন আজ প্রচারিত হবে না।

১৫-ই আগস্ট, ৭৯-তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে, প্রধানমন্ত্রীর ভাষণকে কেন্দ্র ক'রে বিশেষ অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হবে। আকাশবাণী কলকাতার সংবাদ বিভাগ প্রযোজিত অনুষ্ঠানটি রাত ৯ টায় গীতাঞ্জলি প্রচারতরঙ্গ ও ডি টি এইচ বাংলা পরিষেবায় শোনা যাবে।

সারা দেশের সঙ্গে আজ এই রাজ্যেও ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়েছে।

রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস সকালে ব্যারাকপুর গান্ধীঘাটে গান্ধী স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। চরকা কাটেন। তিনি বলেন, আজকের দিনে দেশবাসী সবরকম ভেদাভেদ ভুলে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের ভাবনার মাধ্যমে জাতীয় পতাকার মর্যাদা যাতে অক্ষুণ্ন থাকে, তা সুনিশ্চিত করেছে। পরে রাজ্যপাল বিকেলে রাজভবনে এক চা চক্রে আপ্যায়িত করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী সহ সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের। ছিলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু প্রমুখ।

রাজ্য স্তরের মূল অনুষ্ঠানটি হয় কলকাতার রেড রোডে। একটি প্রতিবেদন –

ভয়েসকাস্ট

এদিকে রেডরোডের অনুষ্ঠান চলাকালীন বেশ কয়েকজন পড়ুয়া প্রচন্ড গরমে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাদের এস এস কে এম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অনুষ্ঠান স্থল থেকেই পড়ুয়াদের দেখতে হাসপাতালে যান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, অত্যধিক গরম ও টেনশন থেকেই এরা অসুস্থ হয়ে পড়ে।

বিজেপরি স্বাধীনতা দিবসের কুচকাওয়াজে পড়ুয়াদের অসুস্থ হয়ে পড়ার এই ঘটনার সমালোচনা করেছে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী আজ এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেছেন, এ থেকে রাজ্য সরকারের দায়িত্বজ্ঞানহীনতারই আরও একবার পরিচয় পাওয়া গেল। এই গরমে ছাত্রছাত্রীদের সকাল থেকে বেলা ১২ টা পর্যন্ত যেভাবে আটকে রাখা হয়েছিল তা নিয়ম বিরুদ্ধে।

জেলা থেকেও স্বাধীনতা দিবস পালনের খবর এসেছে।

ভারত–বাংলাদেশ পেট্রাপোল সীমান্তে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী। বিএসএফ-এর পক্ষ থেকে বিজিবি (বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ)-এর আধিকারিকদের হাতে সৌহার্দ্যের প্রতীক হিসেবে উপহার তুলে দেওয়া হয়।

ভারতীয় ঘোজাডাঙ্গা সীমান্তের ১০২ নম্বর ব্যাটেলিয়ান এবং শুল্ক দপ্তরের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের বর্ডার গার্ড ও সেদেশের শুল্ক দপ্তরের হাতে মিষ্টি তুলে দেওয়া হয়।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী গেদে জিরো পয়েন্টে বিএসএফের পদস্থ কর্তা করণ সিং বাংলাদেশ বর্ডার গার্ডের মোহাম্মদ আহাদ এর হাতে মিষ্টি তুলে দেন। রাজাপুর সীমান্তেও বাংলাদেশ বর্ডার গার্ডেকে মিষ্টি তুলে দেয় বিএসএফ।

মালদার মহদিপুর স্থলবন্দরের জিরো পয়েন্টেও সৌহার্দ্যের পরিবেশে পালিত হয় দিনটি।

পূর্ব বর্ধামনে জেলাশাসকের কার্যালয়ে মহাত্মা গান্ধীর মূর্তিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান জেলা শাসক আয়সা রানী সহ এবং অন্যরা।

নদীয়ার কৃষ্ণনগরে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদে উত্তর সাংগঠনিক জেলার পক্ষ থেকে ১০০ মিটার দীর্ঘ জাতীয় পতাকা নিয়ে বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করা হয়।

মুর্শিদাবাদে বহরমপুর শহীদ ক্ষুদিরাম পাঠাগার এই উপলক্ষো থ্যালাসেমিয়া আক্রান্তদের জন্য রক্তদানের আয়োজন করে।

এদিকে উত্তর ২৪ পরগণার বসিরহাট মহকুমার হারোয়া থানার মল্লিকপুরে একটি বেসরকারি স্কুলে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক শিক্ষকের মৃত্যু হয়েছে। মনোয়ার হোসেন নামে ঐ শিক্ষকের বাড়ি হারোয়া থানার বকদুরি গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝিন্টিয়া গ্রামে। পুলিশ জানিয়েছে, যে লোহার খুঁটিতে জাতীয় পতাকা

লাগানো ছিল, তার মাথা ঠেকে যায় উচ্চ পরিবাহী বৈদ্যুতিক তারে। এর ফলে এই দুর্ঘটনা ঘটে। মৃতদেহটি ময়না তদন্তের জন্য বসিরহাটে পাঠানো হয়েছে। এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

পূর্ব বর্ধমানের ফাগুপুর এলাকায় ১৯ নং জাতীয় সড়কে এক বাস দুর্ঘটনায় দুই মহিলা সহ ১০ যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। আহত ৬ শিশু সহ ৩৫ জন। বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এদের চিকিৎসা চলেছে। পুলিশ জানিয়েছে, বাসে মোট ৪৫ জন ছিলেন। হতাহতরা সকলেই বিহারের মোতিহারের বাসিন্দা। তারা দেওঘরের বাবাধাম থেকে গঙ্গাসাগরে স্নান করে রাজগীরে ফেরার পথে এই দুর্ঘটনা ঘটে। বাস চালক ঘুমিয়ে পড়ার কারণেই এই দুর্ঘটনা বলে প্রাথমিক অনুমান।

এদিকে দক্ষিণ ২৪ পরগণার কাকদ্বীপের নারায়নপুরের তারাপদবাঁধ সংলগ্ন ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে এক পথ দুর্ঘটনায় গাড়ির চালকসহ ৩ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। তাদের কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, কাকদ্বীপ দিক থেকে বকখালি যাওয়ার পথে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তারাপদবাঁধ সংলগ্ন ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে নয়নজুলিতে পড়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা চালকসহ সকলকে উদ্ধার করেছে। গাড়িটি পুরোপুরি ভেঙে গেছে।

২০১৬-র SLST-র চাকরীহারা শিক্ষক সুবল সোরেনের মৃত্যুকে ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানোতর। শিক্ষক সমাজেও ক্ষোভ মাথাচাড়া দিয়েছে। চাকরি চলে যাওয়ার পর এমাসের ১১ তারিখ সুবল বাবুর মানসিক চাপে স্ট্রোক হয় বলে পরিবারের

অভিযোগ। তাকে প্রথমে ডেবরা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অবস্থার অবনতি হওয়ায় নিয়ে আসা হয় মুকুন্দপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে। বেশ কয়েকদিন ধরেই তিনি মুকুন্দপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। আজ সকালে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। এরপর চাকরীহারা শিক্ষকরা হাসপাতালে গিয়ে পুলিশকে দেহ নিয়ে যেতে বাধা দেন। রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে তারা প্রকৃত দোষীদের শাস্তি ও সমস্যার দ্রুত সমাধানের দাবি জানিয়েছেন।

এদিকে, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এজন্য রাজ্য সরকারের সমালোচনা করেছেন। আজ এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, সুবল অসুস্থ ছিলেন না। হাইপার টেনশনেই তাঁর মৃত্যু হয়। তবে এর জন্য দায়ী রাজ্য সরকারই।

বাইট

প্রবীণ কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরীও এই মৃত্যুর জন্য মুখ্যমন্ত্রীর সমালোচনা করেছেন। তিনি এখন সাংবাদিকদের বলেন, অনেক চাকরীহারাই এরপর আত্মহত্যা করবেন। আর তার জন্য দায়ী থাকবে রাজ্য সরকার।

মাধ্যমিক শিক্ষা ও শিক্ষাকর্মী সমিতি এস টি ই এ এজন্য রাজ্য সরকারকেই সরাসরি দায়ী করেছে। সমিতির সাধারণ সম্পাদক নীলকান্ত ঘোষ সুবলের পরিবারকে ৫ কোটি টাকা সাহায্য ও পরিবারের একজনকে চাকরী দেওয়ার দাবি জানান।

শিক্ষানুরাগী ঐক্যমঞ্চের সাধারণ সম্পাদক কিঙ্কর অধিকারী ১০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ এবং কোনো যোগ্য শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী যেন চাকরী থেকে বঞ্চিত না হন তা সুনিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন।

আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে প্রচারিত সাঁওতালি অনুষ্ঠান ‘সান্তাড়ী আখড়া’,আজ ৫০-বছর পূর্ণ করলো। এই সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে সাঁওতালি বিভাগ আকাশবাণী ভবনে এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন পরিমল হেমব্রম, মাধবচন্দ্র হাঁসদা, গৌর চন্দ্র মুর্মু, বিপ্লব টুডু, ইতি মুর্মু, জিতেন্দ্র নাথ টুডু প্রমুখ।

উল্লেখ্য, ১৯৭৫ সালের ১৫’ই আগস্ট আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে প্রতি সন্ধ্যায় ৩০ মিনিটের এই অনুষ্ঠান সম্প্রচার শুরু হয়।

---------- ----------